গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

এবং

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | উপক্রমণিকা | ৩ |
| ২ | অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | ৪ |
| ৩ | সেকশন ১: অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি | ৫ |
| ৪ | সেকশন ২: অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) | ৬ |
| ৫ | সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ | ৭-১০ |
| ৬ | অঙ্গীকারনামা | ১১ |
| ৭ | সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) | ১২ |
| ৮ | সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি | ১৩ |
| ৯ | সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা | ১৪ |

# উপক্রমণিকা (Preamble)

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্য-

মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

এবং

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮ সালের ..... মাসের.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Department of Immigration and Passports)

**সাম্প্রতিক অর্জন ঃ**

দেশের অভ্যন্তরে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দেশের বাইরে ৬৫টি বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে এমআরপি ও এমআরভি ইস্যু করার লক্ষ্যে "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০০৯ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ৬৫টি বাংলাদেশ দূতাবাসে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের মধ্যমে এমআরপি ও এমআরভি ইস্যু করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ২,০৩,৭৫,৬০৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ৯,৪২,৯৪৬ টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় প্রায় ১১০০০ কোটি টাকা। ICAO এর ডেডলাইন অনুসারে ২৪ নভেম্বর ২০১৫ সালের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে এমআরপি ও এমআরভি সিস্টেমটি পরিচালনা করছেন। সকল জেলায় বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৪টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনে পাসপোর্ট প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এর পাশাপাশি একটি পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম চলছে এবং ১৭টি জেলায় নতুন ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি জেলায় নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ঢাকা শহরে সৃজিত অতিরিক্তি ৪টি অফিসের মধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট পেতে দীর্ঘ বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডএক্স'র সাথে চুক্তি'র মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের হাতে খুব সহজেই পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নির্দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ভূখন্ডে আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের ২০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ১১,০৬,৩৯২ জনের বায়োমেট্রিক তথ্য নিবন্ধিত হয়েছে।

**সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ**

বাংলাদেশী নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদান এবং বাংলাদেশে ভ্রমণেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রদান ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করাই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) প্রদান কার্যক্রম শুরু করার ফলে অধিদপ্তরের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবার পরিধি বৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ জনবলের অভাব, যানবাহনের স্বল্পতা এবং সীমিত আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও অধিদপ্তরের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ হলো: পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সচেতনতার অভাব, দালাল ও প্রতারকদের দ্বারা হয়রানি প্রতিরোধ করা, পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে ভূয়া সত্যায়নে আবেদনপত্র জমা করার প্রবণতা, ভুল জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মসনদ আবেদনপত্রে সংযোজন করা, একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে পাসপোর্টের আবেদন করার প্রবণতা, সময় মতো পুলিশ প্রতিবেদন না পাওয়া ও অসম্পূর্ণ পুলিশ প্রতিবেদন প্রেরণ এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশন সমূহে অধিদপ্তরের জনবল না থাকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানে বিভিন্ন জটিলতা ও ধীরগতি।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ**

ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন এবং এয়ারপোর্ট সমূহে ই-গেইট (e-Gate) স্থাপনের মাধ্যমে সহজে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ১৬টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস ভবন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্থানে নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দের ভবন নির্মাণ, পাসপোর্ট আইন-২০১৮ ও ইমিগ্রেশন আইন প্রণয়ন, পাসপোর্টের মেয়াদ ১০ বছরে উন্নীতকরণ, পাসপোর্টের আবেদন ফরমে সত্যায়নের বিধান বাতিল করা, স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশী নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন স্থগিত রেখে এমআরপি প্রদান, সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও শূণ্য পদে নিয়োগ সম্পন্ন করা, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং-এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবহন ও আবাসিক সমস্যার সমাধান, সকল স্থল/নৌ/বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কার্যক্রমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়ন, অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর পদসমূহ ক্যাডারভুক্তিকরণ এবং ই-ভিসা(e-Visa) চালুকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ**

- পাসপোর্টের বিধিবিধান অনুসরণ করে AFIS ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ইস্যুকরণের হার বৃদ্ধিকরণ; সম্ভাব্য ইস্যুকৃত এমআরপি ৩৫,১৮,০০০টি;
- ভিসা নীতিমালা ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যুকরণের হার বৃদ্ধিকরণ; সম্ভাব্য ইস্যুকৃত এমআরভি ৩,৮০,০০০টি;
- MOU এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা;
- আরো ১৬(ষোল)টি পাসপোর্ট অফিস ভবন, প্রধান কার্যালয়ের স্বতন্ত্র ভবন এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দের নির্মাণ কাজ শুরু করা;
- নবনির্মিত পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে কার্যক্রম চালু করা।

## সেকশন-১

### অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ঃ

**১.১ রূপকল্প (Vision)ঃ**

বাংলাদেশী নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

**১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ**

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশী নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্ট সমূহে ই-গেইট (e-Gate) প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ ।

**১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ**

১.৩.১ সহজ ও দ্রুততম উপায়ে নির্ভুল পাসপোর্ট ইস্যুর মাধ্যমে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ গমনাগমন নিরাপদ ও সহজীকরণ;
১.৩.২ বিদেশীদের বাংলাদেশে অবস্থান ও গমনাগমন সহজীকরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে ভিসা প্রদান;
১.৩.৩ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ ও যুগোপযোগীকরণ;
১.৩.৪ পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন;
১.৩.৫ অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
১.৩.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

**১.৪ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:**

১.৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
১.৪.২ কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
১.৪.৩ আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
১.৪.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

**১.৫ কার্যাবলি (Functions):**

১.৫.১ বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্ডিনারী, অফিসিয়াল ও ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
১.৫.২ বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
১.৫.৩ বিদেশি নাগরিকদের অন এরাইভাল ভিসা প্রদান;
১.৫.৪ বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিকদের নো ভিসা প্রদান;
১.৫.৫ সার্ক ভিসা এক্সাম্পশন স্টিকার প্রদান;
১.৫.৬ কালো তালিকা সংরক্ষণ;
১.৫.৭ ভিসার জন্য বিদেশি নাগরকিদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
১.৫.৮ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
১.৫.৯ এমআরপি পার্সোনালাইজড করে দেশে ও মিশনসমূহে সরবরাহকরণ;
১.৫.১০ পাসপোর্ট বুকলেট ও ভিসা স্টিকার ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করা;
১.৫.১১ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি আবেদন ফরম, ভিসা স্টিকার ও ট্রাভেল পারমিট সরবরাহকরণ;
১.৫.১২ বিদেশিদের পরিচিতি সনদ (Certificate of Identify) প্রদান;
১.৫.১৩ বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন অনুমতি (Route Change Permit) দেওয়া;
১.৫.১৪ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের Consular Wing এর কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়সাধন করা;
১.৫.১৫ পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারের হালনাগাদ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি মিশনগুলোকে অবহিত করা;
১.৫.১৬ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

## সেকশন-২

## অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (**Outcome/Impact**)

| **চূড়ান্ত ফলাফল** /প্রভাব (Outcome/Impact) | **চূড়ান্ত ফলাফল সূচক** (Performance indicator) | একক(Unit) | প্রকৃত | | লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯ | প্রক্ষেপণ | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র (Source of Data) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ * | | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | | |
| ১. নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণের হার বৃদ্ধি | [১.১] নির্ধারিত সময়ে ইস্যুকৃত এমআরপি | সংখ্যা | ৩২৭৫৯৫৮ | ৩৪৮১৫০০ | ৩৫১৮০০০ | ৩৫৩৮০০০ | ৩৫৬৫০০০ | ১. বাংলাদেশ ডাক বিভাগ<br>২. ফেডারেল এক্সপ্রেস<br>৩. বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা | ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ/বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন |
| ২. নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণের হার বৃদ্ধি | [২.১] নির্ধারিত সময়ে ইস্যুকৃত এমআরভি | সংখ্যা | ১৫৬৬৮০ | ৩৫২০৫০ | ৩৮০০০০ | ৩৯০০০০ | ৪০০০০০ | বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা | ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ/বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন |

*সাময়িক